কামিনী রায় (১৮৬৪–১৯৩৩)

উনবিংশ শতাব্দীর মহিলা কবিগোষ্ঠীর মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার কবি কামিনী রায়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে তিনি কবিতা রচনা আরম্ভ করেন। রবীন্দ্রযুগের গৌরবময় পরিমণ্ডলে তিনি তাঁর নিজস্ব কবিপ্রতিভায় বিকশিত করেন। আধুনিক ধরনের উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন, অভিজাত পিতৃবংশ ও স্বামীর সান্নিধ্যে বর্ধিত হয়ে তিনি শুধু মহিলাসমাজে নয়, শিক্ষিত পাঠকসমাজেও শ্রদ্ধার আসন লাভ করেছিলেন। নানা প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠান, আন্দোলন প্রভৃতির সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে তিনি ইংরেজী লিরিকের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বহু মাধুর্যের ধরনের গীতিকবিতা রচনা করেন। তাঁর 'পৌরাণিকী' (১৮৯৭), 'মাল্য ও নির্মাল্য' (১৯১৩), 'অশোকসঙ্গীত' (১৯১৪) সঙ্কলিত কাব্যগুলি উল্লেখযোগ্য। স্কুল-কলেজের পাঠ্যগ্রন্থে তাঁর অনেক কবিতা একসময় পাঠকসমাজের কণ্ঠস্থ ছিল। কবি কামিনী রায় সর্বপ্রথম ঘরোয়া পরিবেশ ছেড়ে উদারতর ক্ষেত্রে পদার্পণ করেছিলেন। তিনি নানা বিচিত্র বিষয়ে কবিতা লিখে প্রতিভার বিচ্ছুরণ ঘটিয়েছিলেন। প্রেম, প্রকৃতি ও স্বদেশপ্রেম — এই তিন শাখায় তাঁর কবিত্ব প্রজ্বলিত। তাঁর কিছু গদ্যনিবন্ধও আছে।

কামিনী রায়ের কবিতাগুলি আলোচনার মধ্য দিয়ে তাঁর কবিপ্রতিভার পরিচয় দেওয়া যেতে পারে। 'আলো ও ছায়া' (১৮৮৯) কাব্যের রচয়িত্রী হিসেবে তিনি একসময় বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। এই কাব্যে যে কয়েকটি প্রেমকবিতা আছে, তার মধ্যে একটি বেদনার সুর শুনতে পাওয়া যায়। 'প্রণয়ে ব্যথা' কবিতায় বেদনার চমৎকার প্রকাশ রয়েছে —

"কেন যন্ত্রণার কথা, কেন নিরাশার ব্যথা,
জড়িত রহিল ভবে ভালবাসা সাথে।
- - - - - - - - - - - -

অনুল্লঙ্ঘ্য বারিরাশি সম্মুখে দাঁড়ায়ে আসি
কেন দুই দিকে চাহে যায় দুইজন?"

প্রেমের নির্মল পবিত্র স্বর্গীয় মহিমামণ্ডিত রূপের চমৎকার বর্ণনা পাওয়া যায় 'সে কি' কবিতায় —

"প্রণয়?"
"ছি!"
"ভালবাসা – প্রেম?"
"তাও নয়!"
"সে কি তবে?"
"দিও না নাম, দিই পরিচয় — "
আসক্তিবিহীন শুদ্ধ ঘন অনুরাগ,
আনন্দ সে, নাহি তাহে পৃথিবীর দাগ:"

প্রেমের জন্য নারীর আত্মদান, বেদনা-ব্যথিত ~~হৃদয়~~ হৃদয়ে প্রেমের উপহার রূপে কোমল ও মধুর রূপটি পাওয়া যায় তাঁর 'নিরুপায়' কবিতায়।

"তুমি পতি তুমি প্রভু, মন, প্রাণ মম
সঁপেছি তোমার হাতে, দলো যদি হায়,
এই রমনীর মন, তাহা, প্রিয়তম
তোমার চরণে প্রান্তে লুটাবে বিদায়।"

এই আত্মনিবেদনের সুরটি নারীপ্রেমে বিশিষ্টতা দান করেছে। 'মাল্য ও নির্মাল্য' কাব্যে কবি প্রেম রমনীর প্রাণ — এই কথাটি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছেন — 'ভালবাসা জীবনের মধু, ভালবাসা নয়নের আলো।'

ঊনবিংশ শতাব্দীর মহিলা কবিদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় কবি কামিনী রায়ের লেখায় একটি নিরবিচ্ছিন্ন বিষাদের সুর লক্ষ করা যায়। বিষাদের উৎস তাঁর জগৎ ও জীবন সম্পর্কে অনীহা। ব্যক্তিগত শোক নয়, রোমান্টিক বিষাদই তাঁর কাব্যের মূল ভিত্তি। প্রথম যৌবনেই কবি হৃদয়-অরণ্যে কেঁদে ফিরেছে মানবজীবনের ব্যর্থতা সম্বন্ধে সচেতনতা এই বিষাদের প্রেরণা। কিন্তু কবিহৃদয়ের এই হাহাকার তাঁর হৃদয়ের গভীর অন্তস্থল

থেকে উৎসারিত কিনা, সে প্রশ্ন ওঠে। কেননা শেষদিকে তিনি নীতিপন্থী হয়ে উঠেছেন। প্রত্যক্ষ জীবন থেকে এই হাহাকার উদ্ভূত হলে এই নীতি জুড়ে দেবার প্রয়োজন থাকত না। শেষ বিষাদের বিচ্ছিন্ন সুর উপত্যকা উত্তীর্ণ হবার জন্য কবি নারীহিতের পথ নির্দেশ করেছেন। তাঁর কবিতার বিষয়বস্তুতে তেমন চমক নেই, বাক্‌রীতিতে ~~কোন~~ অদ্ভুত কোন কৃতিত্ব ~~লক্ষ্য~~ লক্ষ করা যায় না, এমনকি কোন কোন স্থলে ছন্দের ত্রুটি লক্ষ ~~করা~~ করা যায়। তবুও ঊনবিংশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের গোড়ার দিকে আবির্ভূত মহিলা কবিদের মধ্যে তাঁর স্থান সর্বাগ্রে গ্রহণীয়।